পাঠ পরিকল্পনা-১৬ (শ্রেণি : নবম)

অধ্যায়-২ : শরিয়তের উৎস

পাঠ-৫ : কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব

সময় : ৩৫ মিনিট

সময়	বিবরণ
৫ মিনিট	উপস্থিতি পর্যালোচনা ও নতুন পাঠের উপর পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা ১. শানে নুযুল কী?
১৫ মিনিট	**কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত** কুরআন পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত কিতাব। কুরআন তিলাওয়াতের অত্যধিক গুরুত্ব রয়েছে। এর গুরুত্বের কয়েকটি দিক হলো- ১. নামাজে কুরআন তিলাওয়াত করা ওয়াজিব। ২. কুরআন তিলাওয়াত ইসলামের সর্বোত্তম ইবাদাত হিসেবে গণ্য। ৩. কুরআনের প্রতিটি হরফ পড়ার জন্য ১০টি নেকি রয়েছে। ৪. কুরআন তিলাওয়াতকারীর মর্যাদাকে সমুন্নত করে। ৫. কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অন্তরের পরিশুদ্ধি ও চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জিত হয়। ৬. কুরআন তিলাওয়াত করলে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভ করা যায়। কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত রয়েছে, সুতরাং কুরআন সহিহ-শুদ্ধ ভাবে তিলাওয়াত করতে হবে। অশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে গুনাহ হয়। এবং অশুদ্ধ তিলাওয়াত করতে নামাজ কবুল হয় না। যে শাস্ত্র কুরআন সহীহভাবে শিখার বিধি-বিধান শিখায় তাকে তাজবীদ বলে। **তিলাওয়াতের পাশাপাশি বুঝে পড়ারও গুরুত্ব রয়েছে** কুরআন শুধু তিলাওয়াতের জন্য নাযিল হয়নি ; বরং মানবজাতির হিদায়েতের জন্য নাযিল হয়েছে। তাই তিলাওয়াতের পাশাপাশি অর্থসহ বুঝেও পড়তে হবে। কুরআন বুঝে পড়ার গুরুত্বের দিকগুলো হলো- ১. কুরআনের আলোকে জীবন পরিচালনা করা যায়। ২. দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভ করা যায়। ৩. কুরআন বুঝে পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ পালন করা হয়। ৪. মানব জীবনের সকল সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। ৫. কুরআন সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস, তাই কুরআন বুঝে পড়ার মাধ্যমে চিন্তাশক্তি জাগ্রত হয়। ৬. বুঝে কুরআন পড়ার মাধ্যমে নামাজে মনোযোগিতা বৃদ্ধি পায়। ৭. তাওহিদ, রিসালাত, ইবাদাত, আদল ও ইনসাফ তথা ন্যায়বিচার ও ন্যায়শাস্ত্র, আখলাক, আদব, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দণ্ডবিধি ইত্যাদি কুরআনের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ।
১০ মিনিট	**শানে নুযুল** (شان نزول)-এর মধ্যে 'শান (شان) শব্দের অর্থ অবস্থা, মর্যাদা, কারণ, ঘটনা, পটভূমি। আর নুযূল (نزول) অর্থ অবতরণ। অতএব 'শানে নুযূল' অর্থ- অবতরণের কারণ বা পটভূমি বা প্রেক্ষাপট। ইসলামি পরিভাষায় আল কুরআনের সূরা বা আয়াত নাযিলের কারণ বা পটভূমিকে শানে নুযূল বলা হয়। একে 'সববে নুযূল (سبب نزول)ও বলা হয়। سبب সবব অর্থ কারণ, প্রেক্ষাপট ইত্যাদি। আর اَلنُّزُوْلُ নুযূল অর্থ– অবতীর্ণ হওয়া, নাযিল হওয়া। ইসলামি পরিভাষায়, আল কুরআন মহানবি (সা.)-এর প্রতি একসাথে নাযিল হয়নি এবং নানা প্রয়োজন উপলক্ষে সুদীর্ঘ ২৩ বছর ব্যাপী অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে। কোনো ঘটনার বিধান বর্ণনায় কিংবা

	কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য কুরআনের অংশবিশেষ নাযিল হতো। যে ঘটনা বা অবস্থাকে কেন্দ্র করে কুরআনের আয়াত বা সূরা নাযিল হতো সে ঘটনা বা অবস্থাকে ঐ সূরা বা আয়াতের শানে নুযূল বলা হয়। ◈ **শানে/সববে নুযূলের গুরুত্ব :** সববে নুযূল বা নাযিলের প্রেক্ষাপট জানার গুরুত্ব হলো– **১. আয়াতের উদ্দেশ্য জানা :** আল-কুরআনে এমন কতিপয় আয়াতে কারীমা রয়েছে, যার শাব্দিক অর্থের ওপর নির্ভর করে ঐ আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানা যায় না। এমতাবস্থায় তার সঠিক মর্ম উপলব্ধি করার জন্য ঐ আয়াতের প্রেক্ষাপট তথা সববে নুযূল জানতে হয় এবং তখনই ঐ আয়াতের সঠিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। **২. হুকুম নির্ধারনের ক্ষেত্রে :** কুরআনের আয়াতের হুকুম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সববে নুযূলের গুরুত্ব অনেক। কারণ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট জানা থাকলে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে যথাযথ হুকুম তথা বিধান নির্ধারণ করা যায়। **৩. কুরআন বুঝা বা অনুধাবনের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে :** ইবনে তাইমিয়ার মতে, সববে নুযূল তথা অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটই আল-কুরআন বুঝার অন্যতম মাধ্যম।
৫ মিনিট	**শিক্ষার্থীদের পিডব্যাক/পাঠোত্তর মূল্যায়ন** সজীব ও সাঈদ দুই ভাই। দুজনই নিয়মিত নামায আদায় করে। কিন্তু সাঈদ শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেনা। সাঈদ সজীবের নিকট কুরআন তিলাওয়াত শেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল। সাঈদের আগ্রহ দেখে সজীব বলল,"কুরআন তিলাওয়াত হলো উত্তম ইবাদত"। ক. তিলাওয়াত কী? খ. নামাযে শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত গুরুত্ব ব্যাখা কর। গ. সাঈদ যে বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে, সে বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য তাকে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে? ব্যাখা কর। ঘ. উদ্দীপকের সজীবের উক্তিটি কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।